সূচি

প্রকাশকের কথা	৯	
কৃতজ্ঞতা	১১	
ভূমিকা	১৩	
বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক	৫৫	প্রসন্নকুমার পাল
আমিতো উন্মাদিনী	১১৩	শ্রীনাথ চৌধুরী
মোহন্তের চক্রভ্রমণ	১৫১	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
কলির দশদশা	২০১	কানাইলাল সেন
বৌবাবু	২৪৯	গোঁসাইদাস গুপ্ত
সুরুচির ধ্বজা	২৭৩	রাখালদাস ভট্টাচার্য্য
অবলা ব্যারাক	৩০১	রাখালদাস ভট্টাচার্য্য
ষষ্টীবাঁটা প্রহসণ	৩২৭	প্রফুল্লনলিনী দাসী
পাসকরা মাগ	৩৫৭	রাধাবিনোদ হালদার
কাপ্তেন বাবু	৩৮৯	কালীচরণ মিত্র
জগদ্ধাত্রী	৪১৭	হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
বেলুনে বাঙালী বিবি	৪৫৭	রাজকৃষ্ণ রায়
পয়জারে পাজী	৪৬৯	দুর্গাদাস দে
Encore! 99!!! or শ্রীমতী	৪৮৯	দুর্গাদাস দে
মিস্ বিনো বিবি বি, এ, (খণ্ডিত)	৫৪১	দুর্গাদাস দে
ছবি	৫৬৩	দুর্গাদাস দে
মহিলা মজ্‌লিস্	৬১৫	দুর্গাদাস দে
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি	৬৬৯	রাধাবিনোদ হালদার
কুলীন কুমারী	৬৯৫	
নভেল-নায়িকা বা শিক্ষিতা বৌ	৭১৩	
পরিশিষ্ট		
১. বঙ্গ বিবাহ	৭৩৩	চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
২. বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ-এ প্রাপ্ত তথ্য	৭৯৩	

Scanned with OKEN Scanner

ভূ মি কা

বলী কলিপরাক্রমঃ

...সকলেই কি পুরুষ? প্রকৃতিও আছে[১]; ঐ দেখ পুস্তক হস্তে কতিপয় বঙ্গরমণী দল বাঁধিয়া ছাতা মাথায় দিয়া একচিত্তে চলিয়াছে, ইহাদের গায়ে পিরাণ, পায়ে ষ্টকিন্ সহ বিনামা, পরনে দিব্য চওড়া পেড়ে সাড়ী! ইহার পরেই দেখ—পিঞ্জরসহ পক্ষী হস্তে গামছা কাঁধে বিলাসিনী বারাঙ্গনার দল স্নানে চলিয়াছে! রাস্তার ধারে দুই জন দোকানদার উক্ত দুইদল রমণী দেখিয়া বলাবলি করিতেছে "প্রথম দল সুরপুরে দেবসভায় নৃত্য করে আর দ্বিতীয় দল মর্ত্তে মানব সমাজে নৃত্য করে; প্রথম দল মেনকা রম্ভা উর্ব্বশী প্রভৃতি আর দ্বিতীয় দল দেল্‌জান, শ্রীজান্, লক্ষহীরা ইত্যাদি।" যাক সে কথায় কাজ নেই; আবার ঐ দেখ, কতকগুলি মেয়েমানুষ মাথায় কাপড় দিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া কাঠের পুঁতুলের মত একজন পুরুষ মাত্র আশ্রয় করিয়া কেমন ধীরে ধীরে চলিতেছে আর থাকিয়া থাকিয়া কোন একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা, সজ্জিত দোকান বা অপর কোন মনোহর দ্রব্যের দিকে অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া তাকাইতেছে! ইহাদের মধ্যে মহানৈবিদ্য হইতে কুচো নৈবিদ্য পর্য্যন্ত—অর্থাৎ প্রাচীনা, প্রৌঢ়া, যুবতী বালিকা সবই আছে।...[২]

১

মডেলভ্রাতা-র উদ্ধৃতি যে সকল বঙ্গরমণীকে প্রায় থিয়েটারি ঢঙে মিছিলের মতো করে পাঠকের সামনে 'ঐ দেখ' বলে হাজির করেছিল, তাঁদেরই একাংশের খোঁজ মিলবে বর্তমান সংকলনে। উনিশ শতক বা জনপ্রিয় লব্জে 'কলিযুগের' মেয়েদের নিয়ে লেখালিখি ও দলিল দস্তাবেজের প্রায় অন্ত নেই বললেই চলে। সাম্প্রতিকে এই ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব বেড়েছে বই কমেনি। বিশেষ করে মেয়েদের লেখা পুনরুদ্ধারের অনেক সফল চেষ্টাও চলছে। এর সমান্তরাল, বাংলা বইয়ের আদিযুগ, উনিশ শতক থেকেই মেয়েদের নিয়ে লেখা বই, প্রবন্ধ, কবিতা, রম্য রচনা, নাটক, নভেল, প্রহসন, ইস্তেহার, 'কি করিতে হইবে' গোছের প্রকাশনার সংখ্যাও অভিনব। নব্য বাঙালি মহিলা আর তার চারপাশের গৃহবধূ,

Scanned with OKEN Scanner

কুলীন কন্যা, বিধবা, দাসী, কুট্টিনী ইত্যাদি মহিলার যে জগৎ বহুল প্রকাশিত প্রহসনের জনতোষী বিষয় হয়েছিল তার উদাহরণ নিয়েই এই বই। যে কুড়িটি প্রহসন ও চোদ্দোজন প্রহসনকার[৩] এখানে উপস্থিত, তাদের মধ্যে প্রায় কেউ বা কোনোটিই বাংলা সাহিত্যের মান্য সাহিত্যগ্রন্থ বা গ্রন্থকারদের তালিকাভুক্ত নন। যদিও বা কেউ উল্লেখ পেয়ে থাকেন নামজাদা কোনো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বইতে সেটা তাদের রচনার 'রসহীনতা' হেতু। উনিশ শতকের শেষার্ধে যে বাঙালি হিন্দু সমাজ পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তারা অন্যান্য লেখালেখির পাশাপাশি লিখেছিলেন এই সব প্রহসন, সেই জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক-সামাজিক ইতিহাস প্রায় বোবাই থেকেছে এঁদের বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, গিরীশ ইত্যাদি সম্পন্ন সাহিত্যসেবী প্রহসনকারদের মার্গ পথের বাইরেও রয়ে গেছে বেশ কয়েকশো প্রহসন নাটক।[৪] এই লম্বা তালিকার বেশিরভাগটাই এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। এরকমই কুড়িটি প্রহসন পুনঃপ্রকাশিত হল এখানে। উনিশ শতকের মধ্য ও শেষার্ধের বঙ্গমহিলার সামাজিক জীবনের টুকরো নকশা তুলে ধরাই এই সংকলনের উদ্দেশ্য। যে বঙ্গমহিলার অন্দরের আর বাইরের উপস্থিতি বারবার নাড়িয়ে দিয়েছে তৎকালীন বাঙালি সমাজের গোঁড়ামির ভিত—আপাতত প্রহসনের আলোচনা মুলতুবি রেখে কিছুটা অগোছালো ভাবেই ফেরা যাক—সেই ইতিহাসকাল ও রমণী চরিত্রের বেশ কয়েকটি প্রসঙ্গে।

অনেকটা এরকমই চিত্রটা; উনিশ শতক মানেই তলবিহীন এক ইতিহাসের আ(আঁ)ধার। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে মিলমিশে যে আলোর ছটা ও আঁধারের বয়ান প্রায় দেড়শো বছর ধরে তৈরি হয়েছিল তার সরলীকরণ মোটেই সোজা নয়। পাপাচার দুষ্ট ঘোর কলিকালের আবাহনের ইঙ্গিত প্রাচীনেরা নিক্তি মেপে ঠিক করে গেছেন বহু আগেই। স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈধ অবস্থানেই কলিকাল ও আধুনিকতার শুরু বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখছেন—"কলিকালের দিন যত পরিণত হবে, স্ত্রী-পুরুষ তত বেশী জৈব কামনার দাস হয়ে উঠবে—অতিকামাতুরা ইত্যথঃ। আসলে সমাজের ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থি যত শিথিল হবে, স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশাও তত বাড়বে..."—কলির বিশেষ স্থান স্ত্রী চরিত্রে।[৫] স্বেচ্ছাচারিণী, দাম্পত্য সম্বন্ধে অনাগ্রহী, লোভী, কামাতুরা, স্বামীর প্রতি অবহেলাকারিণী স্ত্রীলোকই যে কলির মূলাধার সেকথা ভাগবত পুরাণে কলিকালের বর্ণনা পড়ে ফেললে বুঝতে বাকি থাকে না। স্ত্রৈণ পুরুষ—দীনাঃ স্ত্রৈনাঃ কলৌ নরাঃ, কলহপ্রিয়া নারী, এদের অধর্মের বশেই উলটে যাবে এ যাবৎ কালের ধর্ম। কঠিন সময় আগত। কালচক্রে ঘোরকলি।

২

১৮৩৫ সালের মেকলে মিনিট্‌সের পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করে বাংলাদেশের সামাজিকতার বাতাবরণ। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন, জমে থাকা অভ্যাস আর সহাবস্থানের খোলনলচে বদলে ফেলে বেশ দ্রুতগতিতে বিদেশি ভাষা শিক্ষার ফলে যে নতুন ধরনের

Scanned with OKEN Scanner

কর্মসংস্থানের আশার আলো বাঙালি পুরুষ দেখতে পায় তা আগে কখনো ঘটেনি। গ্রাম থেকে শহরে ধাবমান সভ্যতার কাছে 'চাকরি' এক অনন্য সুযোগের দুনিয়া তৈরি করে। অন্য ঔপনিবেশিক ইতিহাসপট বিচারের সময়ে দেখা গেছে যে মুদ্রণ পুঁজির সঙ্গে জাতীয় চিন্তার অঙ্গাঙ্গি পরিপূরক সম্পর্ক। ছাপাখানার সহজলভ্যতা, বাংলা অক্ষর নির্মাণ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বা শ্রীরামপুরের মিশনারিদের বাইরে কলকাতার বটতলা ও ঢাকার বেশ কিছু জায়গায় ক্রমবর্ধমান বইয়ের জনপ্রিয় বাজার গড়ে উঠেছিল মোটামুটি ১৮১৬-র পর থেকেই। বাংলা ভাষায় দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য প্রণালী,স্বাস্থ্যবিধি, আইন ইত্যাদি বইয়ের আত্মপ্রকাশ এই সামাজিক পরিবর্তনের সহায়ক হিসেবে অনেকটাই সফল। বাইবেল থেকে শুরু করে Mysteries of the Courts of London (লন্ডন রহস্য) অনূদিত হতে শুরু করে বাংলায়। নবলব্ধ এই ভাষার ও ছাপার গুরুত্ব যেমন একদিকে 'স্তিমিত' বাঙালি মনকে নিয়ে যায় ইংল্যান্ডীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে, অন্যদিকে অপর এবং অপরাপর পথে গোঁড়া ঐতিহ্যবাদী সমাজের গরিষ্ঠ এবং প্রভাবশালী অংশ বিদেশি শিক্ষা প্রণালীর বীভৎসরূপ উন্মোচনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সতীদাহ প্রথা রদ থেকে শুরু হওয়া যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন, তার সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে যায় রক্ষণশীল সমাজের 'সব গেল, সব গেল' রব। প্রায় শখানেক বছর ধরে চলতে থাকা বিরোধ ও স্ববিরোধের এই জটিল ও কুটিল রণাঙ্গনে, যুযুধান সবপক্ষই, আত্ম সমর্থনে ও আপন লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য হাজির করে বাঙালি রমণীর এ যাবৎ কাল অবরোধ-বাসিনী স্থাণূবৎ চরিত্রটিকে।

এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের নিমিত্তে, সবাই, স্ত্রীশিক্ষা, উত্তর ও প্রাক বৈবাহিক জীবন, গৃহস্থালি ইত্যাদি নিয়ে তকরারে মেতে ওঠে। ৭.৫.১৮৪৯ সালের *সম্বাদ প্রভাকর* পত্রিকায় 'স্ত্রীবিদ্যা' প্রবন্ধে—"হিন্দু মহাশয়েরা দেশ শব্যবহৃত ঘৃণিত নিয়ম উচ্ছেদ পূর্ব্বক স্ব স্ব বালিকাদিগকে অধ্যায়ন জন্য" "করুণাময় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথিউনি সাহেবের প্রতিষ্ঠিত" "বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে"[৬] পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। একই প্রবন্ধে এক "বিদ্যানুরাগিনীর" "এক ঘন্টা কালের মধ্যে" লেখা একটি কবিতাও উদ্ধৃত করা গেল—

"লেখাপড়া শেখে যেই প্রফুল্ল হৃদয়।।
"না শিখিলে লেখাপড়া অন্ধ হয়ে রয়।।
"বিদ্যা না শিখিলে রামা পশুর সমান
"অবলা বলিয়া লোকে নাহি রাখে মান।।
"মেয়ে বিনে পুরুষ তো হয় না কখন্।।
"তবে কেন মেয়েদের না করে যতন।।
'মেয়ে বোলে পুরুষেতে করয়ে হেলন্।।
"ভিতরের গুণ তার না করে গ্রহণ।।
"লেখাপড়া নাহি শিখে এদেশের মেয়ে।

Scanned with OKEN Scanner

"কোন অংশে ছোটো তারা পুরুষের চেয়ে।।"[৭]

শুরুতে অন্তত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারগুলির মধ্যে যে উৎসাহ তৈরি হয়েছিল তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। Friend of India, ফেব্রুয়ারি, ১৮২৫-এ এই খবরটি প্রকাশ করে—In less than three years, 30 Native Female Schools have been found, and between 5 and 600 girls are now under instruction in the different schools, supported by the ladies society for Native Female Education. Several of these have made rapid progress in reading the Bible—the first classes can all write and many of them can perform interesting specimens in needle-work.[৮]

স্ত্রী শিক্ষার ফলাফল নিয়ে বিরোধ ছিলই, উনিশ শতকের মধ্যভাগের পর থেকে তার সঙ্গে জুড়ে গেল স্ত্রী শিক্ষা অথবা স্ত্রীজনিত শিক্ষার উপায়, বিধি ও পাঠক্রমের সওয়াল। ডারউইনিয়ান[৯] মত ও ঔপনিবেশিক-ইউরোপীয় নৃতত্ত্বের প্রগাঢ় প্রভাব পড়ে এই তর্কে। মস্তিষ্কের গঠন থেকে করোটির মাপ নির্ণয় সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে, যার থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে বৌদ্ধিক ক্ষমতায় স্ত্রীজাতি প্রকৃতি দ্বারাই পুরুষের থেকে পিছিয়ে আছে বরাবর। আর বেশি মাত্রায় বৌদ্ধিক চর্চা ও জ্ঞানলাভের ফলে মাতৃজাতি সন্তান উৎপাদন ও লালনের স্বাভাবিক ক্ষমতা যদি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তবে প্রয়োজন নেই *মিল, বেন্থাম* পড়ে আর কঠিন অ্যালজেব্রা কষে। এই জৈব-বৈজ্ঞানিক গ্রাফ্‌চিত্রে মহিলাদের স্থান, বলাই বাহুল্য পুরুষের তলায়। আবার ঐ স্ত্রীশিক্ষার প্রসঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল বাঙালি মহিলাদের স্বাস্থ্য, পরিবার, সন্তান, অগ্রজ ও স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধ, নীতিবোধ, দাম্পত্য ভাবনা, বিবাহ, স্বাধীনতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ১৮৬০-র পর থেকেই একদিকে প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্কারক আর অন্যপ্রান্তে গোঁড়া ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু রক্ষণশীলদের মধ্যে মতানৈক্য শুরু পাঠক্রম নিয়ে। প্রগতিবাদী ব্রাহ্মদের মতে ছেলে আর মেয়েদের আলাদা পাঠক্রমের কোনো বিশেষ অর্থ নেই। আর মেয়েদের পাঠক্রমকে যৎসামান্যতার ঘেরাটোপে আটকে রেখেও লাভ নেই। অন্যপক্ষের মতে মেয়েদের ততটাই শিক্ষাদান করা উচিত যতটা স্বামীর সুযোগ্য সহধর্মিণী হিসেবে নিজের ব্যক্তিত্ব ও সতীত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন। মেয়েদের সমকালীন পাঠক্রম ও *প্রাইমার* ঘাঁটলে নীতিশিক্ষার বাড়াবাড়ি, স্বামীর সঙ্গে অধোবদনে কথা বলা ও সেলাই ফোঁরাইয়ের দক্ষতার পুনরাবৃত্তি সামনে এসে যায়। "নারীরূপং পতিব্রতং' বা "পতির সেবাতেই নারীদিগের প্রধান গৌরব", *বামাবোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত ১২৭৪ ব.-এর এই প্রবন্ধের সাব্-টাইটেল সেসময়ের অন্যতম জনপ্রিয় বিষয়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এদিকে ১৮৬৩ ও ১৮৯০-র মধ্যে বাংলাদেশে মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ থেকে ২২৩৮ আর স্কুল ছাত্রীর সংখ্যা ২৪৮৬ থেকে ৭৮৮৬৫ হয়েছে।[১০] এর মধ্যে যদিও বেশিরভাগই প্রাইমারি স্কুল ছাত্রী। শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম

Scanned with OKEN Scanner